Sanatan Dharma

নবনিধি

নবনিধি শুধু ধন-সম্পদের প্রতীক নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞান এবং সমৃদ্ধিরও প্রতীক। এই নিধিগুলো ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্য প্রদান করে বলে মনে করা হয়।
নিধি বলতে সম্পদ বা ধন বোঝায়। সম্পদ ও অর্থের দেবতা ভগবান কুবেরের কাছে এমন নয়টি ধন রয়েছে। নিধি অর্থেরও সমার্থক এবং পরিমাপ ও তুলনার মাধ্যমে অন্যান্য নিধির সাথেও এর তুলনা করা যেতে পারে। এত বিশাল ধন অর্জনের জন্য, এই ধন লাভের জন্য ধ্রুবক এবং গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে হয়।
এই নয়টি ধন মহাবিশ্বের নয়টি প্রাথমিক শক্তি বা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে এবং বলা হয় যে এগুলি নবগ্রহ নামে পরিচিত নয়টি স্বর্গীয় দেবতা দ্বারা রক্ষিত।
নবনিধি বলতে - নয়টি ঐশ্বরিক ধনকে বোঝায়, যা সাধারণত সম্পদের দেবতা কুবেরের সাথে সম্পর্কিত। হনুমান চালিসায় উল্লেখ করা হয়েছে যে মা সীতার আশীর্বাদে হনুমানজি এই নবনিধি লাভ করেছেন। এই নিধিগুলো শুধু বস্তুগত সম্পদ নয়, আধ্যাত্মিক ও রহস্যময় প্রাচুর্যেরও প্রতীক।
নবনিধি হল নয়টি ঐশ্বরিক ধন যা পুরাণ অনুসারে সম্পদ দেবতা কুবেরের অন্তর্গত এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। এই নয়টি নিধি হল: মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কূর্ম, খাট্বাঙ্গ, মুকুন্দ, নন্দ এবং নাল। হনুমান চালিশার একটি পংক্তি অনুসারে, হনুমান এই নবনিধি লাভ করেন।
নবনিধির তালিকা
বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে নবনিধির যে তালিকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো:
1. পদ্ম নিধি: -পদ্ম একটি পদ্ম ফুল। এই নিধি পুনর্জন্মের সময় একজন ব্যক্তির সাথে থাকে বলে মনে করা হয়। এই নিধিধারী ব্যক্তি সত্ত্বগুণ অনুসারে এটি অর্জন করেছেন বলে মনে করা হয়। এটি সত্য, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নীতিবোধের গুণ। অর্জিত সম্পদও সাত্ত্বিক এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে। তাদের প্রধানত সোনা ও রূপার আকারে সম্পদ থাকে। পদ্ম নিধিধারী ব্যক্তিরা প্রায়শই দাতব্য কাজে দান করেন।
2. মহাপদ্ম নিধি:- এটি পদ্ম নিধির অনুরূপ যেখানে মহা অর্থ বিশাল, যার অর্থ একটি বড় পদ্ম। মহাপদ্ম নিধিও সাত্ত্বিক কিন্তু এটি কেবল পরবর্তী সাত প্রজন্মের কাছেই থাকে। এই নিধিও একজন ব্যক্তিকে তার অর্জিত সম্পদ ভাগ করে নিতে এবং দান করতে অনুপ্রাণিত করে।
3. নীল নিধি:- এই নিধিতে নীলকান্ত বা রত্নপাথর থাকে। এটি সত্ত্ব এবং রাজস গুণ উভয়ের সাথেই উপস্থিত থাকে। রাজস হল আবেগের গুণ। আদর্শভাবে, এই ধরণের সম্পদ ব্যবসা বা ব্যবসার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। নীল নিধি পরবর্তী তিন প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে। যদিও অর্জিত সমৃদ্ধি সম্মানজনক, রাজসদের উপস্থিতির কারণে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও ধূর্ততার একটি কারণ জড়িত থাকতে পারে।
4. শঙ্খ নিধি:- শঙ্খ এই নিধিকে নির্দেশ করে। এই ব্যক্তিকে একজন স্বার্থপর প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে কেবল নিজের জন্যই চিন্তা করে। সে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করে, কিন্তু তা কেবল নিজের উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনেই ব্যয়

করে, এমনকি তার পরিবারের জন্যও নয়।

5. মকর নিধি:-কুমির হল এই নিধির প্রতীক যা তমস গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়., যা অলসতা, অন্ধকার এবং নিস্তেজতার গুণ। এই নিধিধারী ব্যক্তি অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য পরিচিত। তমস এখানে সভাপতিত্ব করার সাথে সাথে, ব্যক্তিটি অন্ধকার বা মন্দ বৈশিষ্ট্য বিকিরণ করে, সে কর্তৃত্বপূর্ণ ক্ষমতা বা রাজত্বের সাথেও হস্তক্ষেপ করে। মকর নিধিধারী ব্যক্তিদের মৃত্যু ও অস্ত্রের সাথে ঘটে।

6. কচ্ছপ নিধি:- কচ্ছপ মানে কচ্ছপ। ঠিক এই প্রাণীর মতো, এই নিধিধারী ব্যক্তি প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু তা ব্যবহার না করে নিজের খোলসের নীচে তা রক্ষা করে। সাধারণত এই ব্যক্তি একজন কৃপণ যে খুব কমই নিজের জন্যও তার অর্থ ব্যয় করে।

7. মুকুন্দ নিধি:- মুকুন্দকে সিন্নাবর বা কুইকসিলভার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং রাজস গুণ দ্বারা শাসিত হয়। এই নিধি কেবল এক প্রজন্মের জন্য একজন ব্যক্তির সাথে থাকে। যেহেতু এতে সত্ত্বা, সততার অভাব থাকে, তাই বলা হয় যে এই নিধিধারী ব্যক্তিরা হঠাৎ করেই সম্পদের সন্ধান পান যা তারা জীবদ্দশায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

8. নন্দ নিধি:- এটি আনন্দ বা আনন্দ দ্বারা চিত্রিত হয়। এটি সত্ত্বা এবং রাজস গুণ উভয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই নিধিধারী ব্যক্তিদের দীর্ঘ জীবন বলে মনে করা হয়। তারা প্রায়শই অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় এবং জীবনে অগ্রগতি করতে থাকে। তবে এই ব্যক্তিদের নিজেদের প্রশংসা এবং প্রশংসা শোনার নিয়মিত প্রয়োজন থাকে।

9. খর্ব নিধি:- খর্ব বলতে কাপ বা অসংখ্যের দিকে বোঝায়। এই নিধি হল ছোট ছোট ক্ষমতার অন্য আটটি নিধির সংমিশ্রণ। একজন খর্ব নিধি ব্যক্তি ধূর্ত এবং সর্বদা অন্যদের কাছ থেকে সম্পদ অর্জন এবং নিজের বিলাসিতা বৃদ্ধি করার উপায় খুঁজতে থাকে।

নবনিধিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়., যা মানুষকে প্রশান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহনশীলতা, শ্রদ্ধা, এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে।

Published on: Nov, 04 2025 14:35